মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

www.fisheries.gov.bd

মা ঠপর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরীয় উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন ছক

১. পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি: জনাব মাসুদা খানম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

২. পরিদর্শনের তারিখ: ১৯-০৫-২০২১ খ্রি.।

৩. পরিদর্শিত দপ্তরের বিবরণ:

ক) দপ্তরের নাম: মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

খ) দপ্তর প্রধান হিসেবে পদস্থ কর্মকর্তার নাম: জনাব এস.এম মহিব উল্যাহ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।

গ) বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ: ১১-০৪-২০২১ খ্রি. কর্মকাল: ১ মাস ৮ দিন

ঘ) জনবল: অনুমোদিত পদ সংখ্যা- টি; কর্মরত: ০৪ জন; শূণ্যপদ: - টি

৪. উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ:

ক) উদ্ভাবনের শিরোনামঃ নিরাপদ মৎস্য পণ্য এবং ব্রান্ডিংয়ের জন্য ই-ট্রেসিবিলিটি ।

খ) উদ্ভাবকের নামঃ ড. সুবর্না ফেরদৌস

গ) উদ্ভাবকের পদবিঃ সহকারি পরিচালক, কর্মস্থলঃ মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

ঘ) উদ্ভাবকের মোবাইল নং ০১৭১৮১২৪০১০ ই-মেইলঃ ferdous3176@gmail.com

ঙ) উদ্ভাবনের পর্যায়ঃ √ আইডিয়া/ পাইলটিং/ পাইলটিং বাস্তবায়িত/ রেপ্লিকেটিং/ রেপ্লিকেটিং সম্পন্ন/ স্কেলআপ

চ) উদ্ভাবন বাস্তবায়নের এলাকাঃ সমগ্র বাংলাদেশ (প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা যেমন: খুলনা, বাগেরহাট চট্টগ্রাম)।

ছ) সুফল ভোগীর সংখ্যাঃ পুরুষঃ জন; মহিলাঃ জন

জ) সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ Traceability বলতে মৎস্য পণ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে বিতরণের সকল স্তরের তথ্য অনুসরণ বুঝায় যার মাধ্যমে পণ্য কোন দূষিত পদার্থ আছে কিনা তার উৎস্য সনাক্ত করা যায় (Regulation EC No. 178/2002) । Traceability পদ্ধতি মেনে চলা ফুড চেইনের (Farm to fork) এর প্রত্যেকের দায়িত্ব। চিংড়ি ভ্যালুচেইন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য Stakeholder জড়িত। যেমন PL উৎপাদনকারী হ্যাচারী, চাষী, Middle ম্যান, আড়তদার, প্রক্রিয়াজাতকারক ও ক্রেতা। এ কারনে ভ্যালুচেইনের বিভিন্ন স্তরে চিংড়ির গুণগত মানের অবনতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইউ রেগুলেশন অনুযায়ী Traceability নিশ্চিত করতে ম্যানুয়ালী সকল তথ্য, সংরক্ষণ করা হলেও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের ক্ষেত্রে এই Traceability সুবিধা কাজে লাগছেনা। চিংড়ির মূল ক্রেতা/মূল বাজার ইউভুক্ত দেশসমূহ হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রেতার সকল তথ্য অনলাইনে পেতে ইচ্ছুক এবং ক্রয়ের পূর্বেই তারা তথ্য যাচাই করে পণ্যের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা স্থাপনে আগ্রহী। এক্ষেত্রে, বিদেশে রপ্তানীকৃত পণ্যের প্যাকেটে বিশেষায়িত কোড প্রদানের মাধ্যমে Electronic-traceability (E-traceability) নিশ্চিতকরণ সম্ভব। চিংড়ির value chain-এ জড়িত চাষীদের বেশীভাগ ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, জাতীয় স্মার্ট পরিচয়পত্রের মতোই কার্ড ইস্যু করা যেতে পারে যার সকল তথ্য Central Database-এ জমা থাকবে। এই database এর সকল তথ্য সেন্টার সার্ভারে জমা হবে। প্রত্যেক আড়ত ও প্রত্যেক প্রক্রিয়াজাতকরণ কোম্পানিতে এর তথ্য আদান প্রদানের জন্য Readable মেশিন থাকবে এবং তথ্য Input করার সুযোগ থাকবে। প্রত্যেকের একটি Account থাকবে যাতে তার ঘের কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের সকল তথ্য Account সংরক্ষণ করা যাবে।এছাড়া, National Residue Control Plan নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত পদার্থের অবৈধ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ এর পাশাপাশি খামারযুক্ত মাছ ও চিংড়িতে অবাঞ্ছিত পদার্থের অবশিষ্ট দূষণের স্থিতি পর্যবেক্ষণ করার একটি প্রোগ্রাম । এর সাহায্যে জীবিত প্রাণী এবং প্রাণীজ পণ্যগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু পদার্থ এবং এর অবশিষ্টাংশ পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট প্রাণীর পণ্যগুলিতে নির্দিষ্ট পদার্থ এবং এর অবশিষ্টাংশের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ই-ট্রেসেবিলিটি এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত পদার্থের অবৈধ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ সহযতর হবে।

ঝ) পাইলটিং সম্পন্ন করতে আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন কিনা? √হ্যাঁ / না

ঞ) প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণঃ ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা

ট) রেপ্লিকেশন উপযোগীঃ √ হ্যাঁ / না

ঠ) উদ্ভাবনের যৌক্তিকতাঃ বাংলাদেশের চাষীরা কাগজ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক নয়। একারণে অনলাইনে তথ্য সংরক্ষণই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।বাংলাদেশী চিংড়ি রপ্তানিকারকরা তাদের চিংড়ি পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করার জন্য কোনো ব্র্যান্ডিংয়ের সাধারনত করেননা।বাংলাদেশের চিংড়ি পণ্যগুলির ব্র্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে E-traceability একটি উপাদান যোগ করতে পারবে।বাস্তবায়নের ফলে

আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশে উৎপাদিত চিংড়ীর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। বর্তমানে থাইল্যান্ড, মালেয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া E-traceability অনেক প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। E-traceability পণ্যের কনজ্যুমার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে চিংড়ির মূল্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

ড) উদ্ভাবনের কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ% (মন্তব্যঃ প্রযোজ্য নহে)

ঢ) উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? হ্যাঁ / √ না

ণ) উপজেলা/ জেলা/ বিভাগীয়/ অন্যান্য কোন পুরস্কার পেয়েছে কিনা? হ্যাঁ / √ না   (বিস্তারিতঃ

ত) কার্যক্রমের প্রমাণকঃ ছবিঃটি; ভিডিও ক্লিপঃ   মিনিট;   প্রচার-প্রচারণা সংযুক্তিঃ   টি

২৭/০২/২০২০

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(বিঃদ্রঃ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনের পর ছক অনুযায়ীই নোডেশন অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।)